প্রশ্নপত্র ফাঁস

কখনো কি বন্ধ হবে না?

পাবলিক পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া একটা নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে, কিন্তু সরকারের সংশ্লিষ্ট মহল বরাবরই এটাকে ভিত্তিহীন অভিযোগ বলে উপেক্ষা করে আসছে। শনিবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার উচ্চতর গণিত বিষয়ের ফাঁস হওয়া প্রশ্নমালা সমাধানের যে উৎসব রাজধানীর বুয়েট এলাকায় বসেছিল, তার সরেজমিন প্রতিবেদন রোববারের *প্রথম আলোয়* ছাপা হয়েছে। প্রতিবেদনের চিত্র শুধু উদ্বেগজনকই নয়, জাতির জন্য লজ্জাকরও বটে।

উদ্বেগের কারণ ব্যাখ্যা করার অবকাশ রাখে না। পরীক্ষা শুরুর বেশ কিছু সময় আগে প্রশ্নপত্র পরীক্ষার হলে পৌঁছালে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলে মুঠোফোনের ক্যামেরায় ছবি তুলে তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফাঁস করার মতো গুরুতর অপরাধে যেসব শিক্ষক বা পরীক্ষা ব্যবস্থাপক লিপ্ত হন, তাঁরা যে শিক্ষকতা ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার পেশায় নিয়োজিত থাকার যোগ্য নন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই শ্রেণির শিক্ষকেরা বছরের পর বছর ধরে এই অপরাধ করে আসছেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা সরকার কোনোভাবেই তাঁদের দমন করতে পারছে না।

অবশ্য সরকার যদি ধরেই নিয়ে থাকে যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় না, তাহলে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের দমন করার প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু বাস্তবে যে গুরুতর অপরাধ একটা নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে, তা ঘটছে না বলে চোখ-কান বন্ধ করে থাকা দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কি এ বিষয়ে কোনো জবাবদিহির ব্যবস্থা নেই?

জাতির জন্য লজ্জার বিষয় হলো, ফাঁস হওয়া প্রশ্নমালার সমাধানের জন্য কিছু পরীক্ষার্থীর অভিভাবকেরা হন্যে হয়ে ছোটাছুটি করেন। *প্রথম আলোর* প্রতিবেদনে সে রকম কজন অভিভাবকের আচরণ ও কথাবার্তার নমুনা রয়েছে। তাঁরা নিজ সন্তানদের হাতে-কলমে অনৈতিকতা শিখিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু অনুধাবন করতে পারছেন না যে কাজটা শুধু অন্যায় নয়, আইনের দৃষ্টিতে অপরাধও বটে। এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে?

আর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একাংশসহ যেসব মেধাবী মানুষ ফাঁস হওয়া প্রশ্নমালা টাকার বিনিময়ে সমাধান করে দিচ্ছেন আর ভাবছেন যে প্রশ্ন যখন ফাঁস হয়েই গেছে, তখন তা সমাধান করে দিয়ে দুপয়সা কামাতে দোষ কোথায়, তাঁদেরও ধিক্কার দিতে হয়। কারণ, তাঁদের নৈতিকতার বালাই নেই এবং তাঁরা যে ফৌজদারি অপরাধ করছেন, এই বোধও নেই।

এই অপরাধমূলক অনৈতিক চর্চা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। সে জন্য প্রথমেই রোধ করতে হবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া। সে দায়িত্ব সরকারের।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর